মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

২৬ জুন, ২০১০

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 June 2010

Youth & Health
যুব সমাজ ও স্বাস্থ্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ডিজাইন ঃ দি নিউ এ্যাড মিডিয়াম, প্রকাশনায় ঃ ধারা এ্যাড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১২ আষাঢ় ১৪১৭
২৬ জুন ২০১০

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মাদকের নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক। মাদকের অপব্যবহারে আমাদের যুবসমাজ বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এর ফলে পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক মূল্যবোধ বিঘ্নিত হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধ প্রবণতা। মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার ও অপব্যবহার রোধে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের কিশোর, তরুণ ও যুবরা আগামী দিনে দেশ পরিচালনার কর্ণধার। মাদকের ভয়াবহ থাবা থেকে তাদের মুক্ত রাখতে আমি পরিবার ও সমাজের প্রতিটি বিবেকবান সদস্যকে অধিকতর অবদান রাখার আহ্বান জানাই। আমি বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

আমি 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জিল্লুর রহমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪১৭
২৬ জুন ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৬ জুন ২০১০ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার মানবসৃষ্ট একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মাদকাসক্তির ভয়াল থাবার শিকার আমাদের যুব সমাজ। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রত্যয়দীপ্ত সুস্থ ও সবল যুব সমাজ অপরিহার্য। তাই যুব সমাজকে মাদকাসক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

মাদক সমস্যা নিরসনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তাই দলমত নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এই সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস, ২০১০' বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের শিকার আমাদের তরুণ সমাজ। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে বা কৌতুহল ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে তারা মাদকাসক্তিতে ঝুঁকে পড়ে। এ অবস্থা কারো কাম্য নয়। মাদকের হাত থেকে জাতির ভবিষ্যত তরুণ প্রজন্মকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। মাদক সমস্যা নিরসনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাদকের অপব্যবহার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেশকে মাদকমুক্ত করতে সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে - মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আমি 'মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' এর সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুস্থ, সুখী, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যার মধ্যে মাদকাসক্তি ক্রমান্বয়ে এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধির রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও এর অপব্যবহারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে আর্থিক লাভই এর কারণ। দেশে একটি সংঘবদ্ধ মাদক অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে এবং এ চক্র আমাদের যুব সমাজকে মাদকাসক্তির বেড়াজালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার উপক্রম করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সন্ত্রাস ও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও এর অপব্যবহার যে কোন মূল্যে বন্ধ করতেই হবে।

মাদক সেবন বন্ধ করা একটি দুরূহ কাজ। এর জন্য মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিই প্রধান। আমি আশা করবো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অন্যান্য সরকারী সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করে তুলবে। ব্যাপকভিত্তিক মাদকবিরোধী সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে এ সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে। এ সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে আরও তৎপর হতে হবে। সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের চোরাচালান ও ব্যবসা উৎখাত করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২৬শে জুন ২০১০ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাদক সমস্যার ভয়াবহতা নিজে অনুধাবন করা এবং অন্যকে অনুধাবনে অনুপ্রাণিত করার মধ্যে দিবসটি পালনের সার্থকতা নিহিত। 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' সারাদেশে সার্থকভাবে পালনের এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' এর কর্মসূচি অনুযায়ী সুস্থ, সুখী ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত অবদান রাখার জন্য আমি সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যে জাতির যুব সমাজ যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও প্রশিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আমাদের তরুণ-তরুণীরা সু-স্বাস্থ্যের এবং সুন্দর মনের অধিকারী হবে, খেলা-ধুলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত মানুষে পরিণত হবে, জাতির জন্য সুনাম বয়ে আনবে -এটা আমাদের সকলেরই কাম্য। কিন্তু, বর্তমান প্রজন্মের একটা অংশ বিপথগামী হয়ে মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে ধুকে ধুকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে পরিবারের একজন সদস্য মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে সে পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাতীত। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাদকের থাবা আজ গোটা তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত। তাই মাদকের আগ্রাসনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

মাদককে রুখতে হলে আইন প্রয়োগ ও মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর, কাষ্টমসসহ সকল সংস্থাকে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদক চোরাচালান সমূলে উৎখাত করতে হবে।

অপরদিকে মাদকের অবৈধ চাহিদা তথা অপব্যবহার বন্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম চিকিৎসা সেবা ও নিরাময় প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও) কে এবং সমাজের কল্যাণকামী ও ধনবান ব্যক্তিবর্গকে এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। তীব্র করতে হবে গণসচেতনতা কার্যক্রম, যাতে মাদকের অপব্যবহার সমাজে নিরুৎসাহিত হয়। বাবা, মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজ সেবক, সাংবাদিক, গণ-মাধ্যম এবং এনজিওসমূহকে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ক্ষতিকর হাত থেকে রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

আসুন, সকলে একযোগে কাজ করে মাদককে প্রতিহত করি এবং মাদকমুক্ত ও সুস্থ-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ব্রতী হই। আমি ২৬ জুন ২০১০ মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(আবদুস সোবহান সিকদার)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ আমরা নিজেদের একবিংশ শতাব্দীর একজন সুনাগরিক ভেবে গর্বিত হই। বিজ্ঞানের অবদানে মানুষ নিজেদের গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা মনে করছে। ছোট হতে হতে সমগ্র পৃথিবীটাই আজ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিজ্ঞানের এ অগ্রযাত্রা সাবলিল ও ছন্দপতনহীনভাবে আরো এগিয়ে যাবে এটাই বিশ্বের সকল সচেতন সুনাগরিকের প্রত্যাশা। কিন্তু নির্মম হলেও সত্য যে, যারা এ গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে সেই ভবিষ্যত প্রজন্ম পথ হারিয়ে সর্বগ্রাসী নেশার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। মরণনেশা ছড়িয়ে পড়েছে মহামারি আকারে। বিশ্বব্যাপী জনগণকে সচেতন করে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এ ভয়াবহ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪২তম অধিবেশনে ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে। সেই থেকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও এবছর দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতি করার পাশাপাশি তাঁর জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। বস্তুতঃ এ ভয়াবহ কৌতুহলজনিত সামাজিক ব্যাধি জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত রয়েছে সে পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। মাদকাসক্তরা জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। বিনষ্ট হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নের ধারা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রূপকল্প ২০২১ এ ঘোষিত সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত, তথ্য- প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এখনই মাদকাসক্তিমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের উৎকৃষ্ট সময়। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, দেশের মানুষের কল্যাণে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাশিত সোনার বাংলা উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আসুন আমরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে এ লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করি এবং দিন বদলের মাধ্যমে মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সফলতায় সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি।

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

ভূমিকা ঃ

১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছরের ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে সমগ্র বিশ্বকে নতুন করে উদ্দীপ্ত, জাগরিত এবং উজ্জীবিত করা।

মাদকের বিস্তার সকলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। মাদক সমস্যা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সীমিত জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্টের তীব্র অভাবে এই অধিদপ্তর প্রত্যাশিত মাত্রায় মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া মাদক একটি বহুমাত্রিক সামাজিক জটিল সমস্যা হওয়ায় কোন একক সংস্থা দ্বারা মাদক সমস্যা মোকাবেলা করা দুরূহ কাজ। এ প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর এর সাথে সুসমন্বয় করে একসাথে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, কোষ্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি, কাস্টমস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি এক্ষেত্রে সরাসরি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিনড়ব বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অধিদপ্তরের ভিশনঃ মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া

অধিদপ্তরের মিশন দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ, ঔষধ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য বৈধ মাদকের আমদানি, পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুণর্বাসন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ -১৮ তে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি নিম্নরূপে বিবৃত আছেঃ "আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। পূজা-পার্বণ ও সামাজিক আচার- অনুষ্ঠানে মদ, তাড়ি, পচুই, গাঁজা, ভাং ইত্যাদির প্রচলন ছিল। উপজাতীয় সংস্কৃতিতে জগরা, কানজি ও দোচোয়ানি ইত্যাদির ব্যবহার এখনও অব্যাহত রয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশে আফিম চাষ ও আফিম ব্যবসা শুরু করেছিল। ১৮৫৭ সালে আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন এবং আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এ ডিপার্টমেন্টকে নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয় হয়েছিল।

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিক্স এন্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারা বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (Department of Narcotics Control) প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুগোপযোগী করার নিমিত্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০০, ২০০২ এবং ২০০৪ সালে সংশোধন করা হয় ।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৩টি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে:
চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)
সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)
ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

মানুষের বিবেক, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পর্যায়ে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা নিরলস কাজ করছে। চলমান কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত সেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের তালিকাভূক্তিকরণ, তাদের কাজের সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। উল্লেখ্য যে এ পর্যন্ত ৬৪ টি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছে;
- ❖ মাদক বিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, বুলেটিন, স্যুভেনির, পুস্তিকা, গবেষণাপত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত, প্রকাশনা ও বিতরণ করে আপামর জনসাধারণকে মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করা;
- ❖ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ❖ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা।

সাম্প্রতিক উদ্যোগ

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা, তাদেরকে মাদকমুক্ত রাখা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাদকমুক্ত রাখার জন্য জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ১০ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪৭৫টি, কলেজে ৪৮৩টি, মাদ্রাসায় ৩২টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টিসহ মোট ১৯৯৫টি কমিটি গঠণ করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।

সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

সারাদেশের মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের বিপজ্জনক স্পটগুলো চিহ্নিত করে সেসব স্থান থেকে মাদক ব্যবসা উৎখাত করার লক্ষ্যে ৪টি অঞ্চল, ২৫টি উপ অঞ্চল, ২৫টি রেঞ্জ, ১০৮ টি সার্কেল ও ৪টি গোয়েন্দা অঞ্চলের মাধ্যমে নিরন্তর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত অবৈধ মাদক আটক, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের সম্মুখীন করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিডিআর ও কোষ্ট গার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, ট্রাকে বা অন্য কোন যানবাহনে যাতে খোপের অভ্যন্তরে মাদক পরিবহন হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

প্রসিকিউশন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে রুজুকৃত মামলার বিচারকার্য পরিচালনার সময় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের প্রতিটি উপ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ১টি করে প্রসিকিউশন সেল রয়েছে। অধিদপ্তরের ২৫টি উপ আঞ্চলিক কার্যালয়ে মোট ১২টি প্রসিকিউটর এবং ৩৭টি সহকারী প্রসিকিউটরের পদ রয়েছে। যেসব জেলা সদরে প্রসিকিউটর বা সহকারী প্রসিকিউটর পদ নেই সেখানে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক এবং সার্কেল পরিদর্শক প্রসিকিউটর বা সহকারী প্রসিকিউটর এর দায়িত্ব পালন করেন।

ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা এ দায়িত্বে নিয়োজিত। এ অধিশাখার কর্মকান্ড নিম্নরূপ:

- ❖ মাদকাসক্তদের চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্ত করা;
- ❖ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা;
- ❖ বিভিন্ন হাসপাতালে পরিচালিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা;
- ❖ ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় একটি করে আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। ঢাকাস্থ ৪০ শয্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ শয্যার চিকিৎসা ও ১৫০ শয্যার পুনর্বাসন কেন্দ্রে উন্নীত করা;
- ❖ 'বেসরকারী পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুর্নবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা ২০০৫' এর আওতায় বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের তালিকাভুক্তি ও লাইসেন্স প্রদান এবং এগুলোর কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকি করা। এ পর্যন্ত সারাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে ৪৪ টি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র/ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র/ মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মাদকাসক্ত যে কোন ব্যক্তি সরকারী এ নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। দরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্প মূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।

বিধিমালা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ-

ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা - ১৯৯৯
খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল বিধিমালা - ২০০১
গ) এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ফিস) বিধিমালা ২০০২
ঘ) বেসরকারী পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা - ২০০৫

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, র‍্যাব, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আটককৃত মাদকদ্রব্য এবং দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষার নিমিত্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার রয়েছে। এই পরীক্ষাগারের অন্যান্য কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

- ❖ প্রিকারসর কেমিক্যালস ও ওষুধ জাতীয় মাদকের রাসায়নিক গুণাগুণ ও মান পরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান করা;
- ❖ ডিস্টিলারীসমূহে ব্যবহার্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের রাসায়নিক গুণাগুণ ও মান পরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান করা ; এবং
- ❖ ডিস্টিলারী, পণ্যাগার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসসমূহে ব্যবহৃত হাইড্রোমিটারসমূহের মান পরীক্ষা করা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি

মাদকদ্রব্য বিরোধী সরকারী/বেসরকারী যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও মাদক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটির কার্যক্রম জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একাদশ সভায় জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা সংক্রান্ত কমিটি "জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটি" নামে রূপান্তরিত করা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি রয়েছে।

সমন্বয় সভা

অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতি তিন মাস পর পর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রধান কার্যালয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। এখন থেকে এই সভা প্রতি দু'মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক সভা

২৫-২৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং নারকটিকস্ কন্ট্রোল ব্যুরো, ভারত এর মহাপরিচালক পর্যায়ে প্রথম বারের মত সরাসরি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদক চোরাচালান রোধকল্পে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। এই সভা যাতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

রাজস্ব আদায়

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে দেশী মদ, দেশে তৈরি বিলাতি মদ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, রেক্টিফাইড স্পিরিট ও বিভিন্ন লাইসেন্স ফি থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস্ এর আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স/পারমিট ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তর বর্তমানে বার্ষিক ৫০ কোটি টাকার বেশী রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো হলো ঃ

ক) মাদক নিয়ন্ত্রণের বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স;
খ) মাদক নিয়ন্ত্রণ ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং
গ) অপরাধ দমন, তদন্ত ও তল্লাশির সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স।

বিগত অর্থ বছরে সিপাই, সহকারী উপ-পরিদর্শক, উপ-পরিদর্শক, পরিদর্শক এবং নব নিয়োগকৃত সিপাই, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী পরিচালকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক তৈরী করা হচ্ছে। প্রয়োজনে অতিথি প্রশিক্ষকদের সাহায্য নেয়া হয়। এছাড়াও অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের প্রায় অর্ধ শতাধিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বিদেশী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আধুনিক ধ্যান ধারণা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপ-পরিদর্শক ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্মচারীদের গোয়েন্দা কার্যক্রম, অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা, তল্লাশি, জব্দ তালিকা তৈরী, এজাহার লিখন, তদন্ত, সাক্ষ্য প্রমাণ, অভিযোগপত্র তৈরি, পরিদর্শন ইত্যাদি কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অঞ্চল ও উপ অঞ্চলভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মশালা নিয়মিত পরিচালনা করা হয়।

কনভেনশন

বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও সার্ক কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশ ঃ

1. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
2. Convention on Psychotropic Substances, 1971
3. UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988
4. SAARC Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1990

দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি

❖ ১৯৯৪ সালে মায়ানমারের সাথে ❖ ২০০৬ সালে ভারতের সাথে

সমঝোতা স্মারক

❖ ১৯৯৫ সালে ইরানের সাথে

এসকল চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) কর্তৃক পরিচালিত চলমান প্রকল্প ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে UNODC কর্তৃক ৪টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে -

- ❖ UNODC Project RAS/H-13:- "Prevention of Transmission of HIV among Drug Users in SAARC Countries."
- ❖ UNODC Project RAS/H-71:- "Prevention of Spread of HIV among vulnerable groups in South Asia."
- ❖ UNODC Project RAS/H-60:- "Regional Precursor Control Project for South and South-West Asia."
- ❖ UNODC Project XSA/J-81:- "Strengthening Drug Law Enforcement Capacities in South and South-West Asia."

চ্যালেঞ্জ ও উদ্যোগ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কোন নিজস্ব ভবন নেই। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান দুদক ভবনের ১টি ফ্লোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অনিবার্য কারণে দুদক কার্যালয় হতে বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনায় ভাড়া বাড়িতে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে অফিস স্থানান্তর করতে হয়েছে। স্পেসসংকট ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে এখানে সুষ্ঠুভাবে অফিস পরিচালনা করা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে পুরাতন বরাদ্দকৃত স্থানে অফিস স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। অপরদিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে এ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের জন্য ২৭.৪৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। আশা করা যায় আগামী অর্থবছরে কাজ শুরু হবে। একই সাথে বর্তমান সরকার অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য ৪১, সেগুনবাগিচাস্থ ১৪.৮১ কাঠা ভূমি গত ০৮/০৬/২০১০ তারিখে দলিলের মাধ্যমে প্রায় ৮২.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছে। আগামী অর্থ বছরে অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মোট জনবল ১২৭৭ জন, তন্মধ্যে ৩৯২টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে ১০ টি পদে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য বাকী ১৭৫ টি পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদানের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্গঠন করে জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি করার প্রস্তাব বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হয়ে সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য কাজ চলছে। সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে প্রত্যেক জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন ও একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদায়ন করা যাবে।

মাদক অপরাধ বিচার করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আদালত নেই। প্রত্যেক জেলায় মাদক অপরাধ আদালত গঠন করার বিষয়ে অচিরেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের অফিসসমূহকে ডিজিটালাইজেশন এর আওতায় আনার জন্য একটি প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক, Access to Information (A to I), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর গত ১০/০৬/২০১০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ওয়্যারলেছ নেটওয়ার্ক বর্তমানে কার্যকর নয়। ওয়্যারলেছ নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

মাদক সমস্যা কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়; প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। কোন একক সংস্থার পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। এজন্য সরকারী, বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সময়োচিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করছে তা আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক মানোন্নয়ন একান্ত অবশ্যক। আসুন আমরা সবাই মিলে মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি।

Courtesy- SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.